যুগান্তর

তারিখ: 26 JAN 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ছাত্রদল পুনর্গঠিত হচ্ছে : দু'নেতাকে খবর নেয়ার ভার দেয়া হয়েছে

মুশতাক আহমদ

বিএনপির আন্দোলন-সংগ্রামের ভ্যানগার্ড বলে খ্যাত জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এর ফলে চার বছর পর সংগঠনটির মাঠপর্যায়ের নেতাকর্মীরা নতুন নেতা পেতে যাচ্ছেন। সূত্র জানিয়েছে, এ লক্ষ্যে চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া ইতিমধ্যে ছাত্রদলের সার্বিক ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য দু'সিনিয়র নেতা এমকে আনোয়ার এবং সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরীকে দায়িত্ব দিয়েছেন। নতুন কমিটি গঠনের খবরে চল্লিশোর্ধরা নেতা হওয়ার লক্ষ্যে ফের তৎপর হয়েছেন। ন্যূনতম আহ্বায়ক কমিটির নামে হলেও আরও কিছুদিন তারা ছাত্রদলের খুঁটি আঁকড়ে

হয়েছে : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

হয়েছে : পুনর্গঠিত

(১৬ পৃষ্ঠার পর) থাকতে চান। তবে এতে চরম ক্ষুব্ধ মধ্যম সারি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হল পর্যায়ের নেতারা। তারা বলেন, এ ঘটনা ঘটলে দলে দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যাবে। গণপদত্যাগের ঘটনাও ঘটতে পারে।

সূত্র জানায়, বিগত নির্বাচনে ছাত্রদলের আশানুরূপ ভূমিকা না রাখা, সরকারে থাকাকালে লাগামহীন অন্যায়-দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়া, হাওয়া ভবন ও তারেক রহমানের নাম ভাঙিয়ে দু'হাতে অর্থ কামাই, ছাত্রদলকে একেক গ্রুপের সংগঠনে পরিণত করার মাধ্যমে 'সিন্ডিকেটভুক্ত' করাসহ নানা কারণে দলের হাইকমান্ড বর্তমান নেতৃত্বের ওপর চরম ক্ষুব্ধ। যে কারণে জাতীয় নির্বাচনের আগে ও পরে একাধিকবার সংশ্লিষ্ট নেতাদের তিরস্কারও করেছেন বলে জানা গেছে। সূত্র জানায়, লবিং-তদবির যা-ই করা হোক, হাইকমান্ড এবার যাদের ক্লিন ইমেজ রয়েছে, ক্ষমতায় থাকাকালে ক্ষমতার অপব্যবহার করে চাঁদাবাজি, মাস্তানি, টেন্ডারবাজি, কমিশন ও চাকরি বাণিজ্য ইত্যাদি অপরাধের সঙ্গে যুক্ত হননি, তাদেরই নেতৃত্ব দেয়ার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করছেন।

ছাত্রদলের সভাপতি থেকে যুগ্ম সম্পাদককে বলা হয় 'টপ টুয়েলভ'। নেতাকর্মীরা এদের ছাত্রদলের 'স্থায়ী কমিটি' বা নীতিনির্ধারক বলে বিবেচিত করে থাকেন। এই ১২ নেতার ব্যক্তিগত তথ্য খুঁজে জানা গেছে, এঁদের সবারই বয়স চল্লিশ পার হয়েছে। এদের মধ্যে আবার টপ ফাইভ (সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সিনিয়র সহ-সভাপতি, দু'যুগ্ম সম্পাদক) তো ইতিমধ্যে চল্লিশ পারই করেছেন! ১৯৮০ থেকে ১৯৮৫ সালের মধ্যে সবাই এসএসসি পাস করেছেন। ঢাকা মহানগর, চট্টগ্রাম মহানগরসহ অন্যান্য মহানগর শাখার নেতাদের এসএসসি পাসের সালগুলো এমনই। আর খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সংগঠনটির বর্তমানে যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হল শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক তাদেরও বেশির ভাগই ১৯৯৪ ও ১৯৯৫ সালে এসএসসি পাস করেছেন। অন্যদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকদিন আগে যারা প্রথম বর্ষে ভর্তি হলেন তারা ২০০৫ সালে এসএসসি পাস করলেন। আর, যারা মাস্টার্সে পড়ছেন তাদের অধিকাংশই ২০০১ সালে এসএসসি উত্তীর্ণ। অর্থাৎ যে ছাত্রটি দলের কর্মী হবে, তার বয়সের চেয়েও নেতার 'এসএসসি পাসের বয়স' বেশি। শনিবার বেলা সোয়া ১১টার দিকে মধুর ক্যান্টিনে গিয়ে দেখা যায়, জহুরুল হক হলের নেতা 'মিনহাজ' একাই বসে আছেন ছাত্রদলের টেবিলে। নাম প্রকাশ না করে চারি শাখার একটি হল শাখার সভাপতি কেন্দ্রীয় এসব নেতাকে কাকা-মামা আখ্যায়িত করে বলেন, 'কাকারা তদবিরে আছেন। সামনে কমিটির কথা শোনা যাচ্ছে তো!' তিনি বলেন, তিনি মাস্টার্স পাস করেছেন তিন বছর হল। আর কবে কেন্দ্রীয় নেতা হবেন।

ছাত্রদলের অধিকাংশ কেন্দ্রীয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতাকর্মী দাবি করেছেন, বিএনপির অন্যান্য সহযোগী সংগঠনের মতো ছাত্রদলের অবস্থাও নাজুক। বইয়ের বাজার, কাঁচাবাজার, চালের বাজার আর মাছের বাজারের মতো ছাত্রদলও সিন্ডিকেটের হাতে জিম্মি। চার বছর আগে ২০০৫ সালে নতুন কমিটি গঠনের মাধ্যমে যে সিন্ডিকেটের বেড়াজালে পড়েছে সংগঠনটি, সেই গণ্ডির বলয় থেকে আর বের হতে পারেনি। ফলে দলে দিনে দিনে কর্মী কমছে। নেতাও কমছে। যে কারণে ২৯ ডিসেম্বরের নির্বাচনে সারাদেশেই ভোট কেন্দ্রে একদিকে যেমন এজেন্ট খুঁজে পেতে কষ্ট হয়েছে, তেমনি নির্বাচনী প্রচারণায়ও খুব কম সংখ্যকেরই দেখা মিলেছে। এরপরও যারা এখনও টিকে আছেন, তারা ত্রি-ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়েছেন।

মূলত বর্তমানে ছাত্রদলের নতুন কমিটির গুঞ্জন উঠেছে। গত বছরের মাঝামাঝিতেও একবার এ ধরনের গুঞ্জন ওঠে। কিন্তু বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া জেলে থাকায় গুঞ্জন গুঞ্জনই হয়ে যায়। তবে দলের মহাসচিব খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন তখন ছাত্রদলকে সক্রিয় করতে সারাদেশে কর্মসূচি গ্রহণ বিশেষ করে ৮৬টি জেলা শাখাই পুনর্গঠনের নির্দেশ দেন। যদিও তা আজ পর্যন্ত বাস্তবায়ন হয়নি।

নেতাকর্মীরা জানান, নতুন কমিটির এবারের গুঞ্জন বাস্তব হবেই। কেননা জাতীয় নির্বাচনে দলের ভরাডুবি আর আন্দোলন-সংগ্রামের ভ্যানগার্ড হিসেবে 'ছাত্রদল'কে সচল, সক্রিয় আর প্রাণবন্ত করার অপরিহার্যতা স্বয়ং খালেদা জিয়াও অনুভব করেছেন। সূত্র জানায়, যে কারণে তিনি (চেয়ার পারসন) ছাত্রদল সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য সিনিয়র নেতা এমকে আনোয়ার ও সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরীকে দায়িত্ব দিয়েছেন। আর এই সুযোগে একদিকে নেতৃত্ব প্রত্যাশী জাতীয়তাবাদী ও শহীদ জিয়ার আদর্শে বিশ্বাসী নেতাকর্মীরা তৎপর হয়ে উঠেছেন, অন্যদিকে 'রাজনীতি ব্যবসায়ী'রাও তৎপর হয়ে উঠেছেন বলে নেতাকর্মীদের দাবি। বর্তমানে বিএনপির প্রভাবশালী নেতা এবং ছাত্রদলের সাবেক নেতারাও তৎপর হয়ে উঠেছেন। এদের মধ্যে কেন্দ্রীয় নেতা রিজভী আহমেদ, সিলেটের নেতা ইলিয়াস আলী এবং হাওয়া ভবনের সাবেক কর্মকর্তা হাফিজুল ইসলাম বকুল রয়েছেন একদিকে। অন্যদিকে আছেন ডাকসুর সাবেক ভিপি আমানউল্লাহ আমান, নাজিমউদ্দিন আলম এবং ফজলুল হক মিলন। সংশ্লিষ্টরা জানান, একটি পক্ষ চাচ্ছে তাদের বলয়ে থাকুক ছাত্রদল (যেভাবে বিগত চার বছর থেকেছে)। আরেকটি পক্ষ চাচ্ছে সব গ্রুপের নেতাকর্মীকে নিয়ে গঠিত হবে ছাত্রদল আপন ঔজ্জ্বল্যে। অন্যথায় ছাত্রদল দাঁড়াবে না। এ নিয়ে বর্তমানে চলছে স্নায়ুযুদ্ধ। আর এর প্রভাব সংগঠনটিতেও পড়েছে বলে জানান সংশ্লিষ্টরা।